কাজেই, নবী ﷺ-এর পর যাঁদের ইসলাম সবচেয়ে ভালো বোঝার কথা তাঁরা হলেন সাহাবাগণ। ফলে তাঁরা যখন কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান, সেটা অবশ্যই সঠিক। এর প্রমাণ রয়েছে নিচের হাদিসে। নবী ﷺ বলেন,

'আমার জাতি কখনো ভুল কিছুতে একমত হবে না।' (নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় হাদিসটি ইবনে মাজাহ ও আত-তাবারানী লিপিবদ্ধ করেছেন)

- **কিয়াস (তুলনা)**

উপরোক্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে যদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব না-হয়, তাহলে এই তিন উৎস থেকে আহরিত মূলনীতির আলোকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অনুমতি ইসলামে আছে। কিয়াস ব্যবহারের একটি উদাহরণ হচ্ছে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া। কুরআন ও হাদিসে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই। তবে কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদের বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ-

'তোমরা নিজেদের হাতে নিজেকে ধ্বংস করো না'

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৫)

এছাড়াও অনেক হাদিসেই মুসলিমদের ক্ষতিকর জিনিস থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। ধূমপান মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটা ক্যানসারের অন্যতম কারণ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় আলেমগণ তাই একে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন।

সর্বসম্মতভাবে এই চারটিই ইসলামী আইনের প্রধান উৎস। এ চারটি ছাড়াও আরও কিছু উৎস আছে, তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে একমত নন। আমরা তাই এই চারটি উৎসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব।

মৌলিক মূলনীতি

ইসলামী বিধান নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক মূলনীতি আছে। এখানে শুধু আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত মূলনীতিগুলো উল্লেখ করব।

অনেকেই শরীয়ত ও ফিক্‌হকে এক মনে করেন। তাই শুরুতেই শরীয়ত ও ফিক্‌হ-এর মধ্যে পার্থক্য জানাটা জরুরি। দুটো শব্দকেই সাধারণভাবে 'ইসলামী আইন' হিসেবে অনুবাদ করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমি পূর্বসূরি ন্যায়নিষ্ঠদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব কিংবা আলেমের প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। আমি কোনো মাজহাব কিংবা আলেমের বিরোধিও নই। ফিক্‌হের মূলনীতি ব্যবহার করে ইসলামী বিধানের উৎসের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তগুলো দেওয়া হয়েছে। যেকোনো মাজহাবীয় মতপার্থক্য উপযুক্ত প্রমাণের আলোকে আলোচনা করা হবে।

ইসলামী আইনের উৎস

সর্বসম্মতভাবে ইসলামী আইনের মূল উৎসগুলো হচ্ছে–

- **আল-কুরআন**
- **আস-সুন্নাহ্** (নবী মুহাম্মদ ﷺ যা বলেছেন, যা করেছেন)

কুরআন ও সুন্নাহ্ একে অন্যের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কুরআনে সাধারণভাবে যেসব বিধান দেওয়া আছে, সুন্নাহ্‌তে সেগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সুন্নাহ্ কোনো একটি বিধানকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। এক্ষেত্রে জেনে রাখা দরকার, ইসলামী আইনে সুন্নাহ্‌র বিধান কুরআনের বিধানের সমান মূল্য বহন করে। কেননা দুটোই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। আর তাই সকল মুসলিমকে কুরআন ও সুন্নাহ্ দুটোর বিধানই মেনে চলতে হয়। শরীয়ত বা ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ কুরআনের পরিপূরক। তবে সুন্নাহকে কুরআনের বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে, সহীহ হাদিস দিয়ে কুরআনের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার সাথে না-মিলিয়ে শুধু কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও ঠিক হবে না। এটা উল্লেখ করার কারণ হলো, অনেক ইস্যুতেই প্রমাণ হিসেবে এই বইয়ে হাদিসের ব্যবহার করা হবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অনেকে যুক্তি দেখান যে, 'এটা তো কুরআনে নাই, শুধু হাদিসে আছে।' এ ধরনের যুক্তির কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। কারণ, আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিয়েছেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

'রাসূল তোমাদের যা দেন গ্রহণ করো; আর যা থেকে তোমাদের বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর, ৫৯:৭)

- **ইজমা (ঐকমত্য)**

সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান ছিলেন, তাঁরা যে-ইস্যুতে একমত ছিলেন, আমাদের জন্য সেটা মানাও বাধ্যতামূলক। নবী ﷺ-এর সাথে ছিল তাঁদের সার্বক্ষণিক ওঠা-বসা।

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনের কিছু মৌলিক মূলনীতি

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে পাঠকের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হচ্ছে, ফিক্‌হের কিছু মৌলিক মূলনীতি ব্যবহার করে আমি আমার মতামতগুলো উপস্থাপন করেছি। এই বইয়ে যেসব অভিমত দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে ভুল থাকতে পারে, কিংবা আপনি সেগুলোর সাথে একমত না-ও হতে পারেন। ফিক্‌হসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় কেউ ভুল করবেন না এমনটা হওয়া অসম্ভব। যোগ্যতাসম্পন্ন নিষ্ঠাবান ওলামা ও তালিব-উল-ইলম (জ্ঞানের ছাত্ররা) ফিক্‌হের সাধারণ মূলনীতি অনুসরণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভুল হলেও তাঁরা সওয়াব (পুরস্কার) পাবেন। কিন্তু পরে যদি তাঁরা তাঁদের ভুল ধরতে পারেন কিংবা অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাঁদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন তাহলে অবিলম্বে তাঁদের ভুল মতামত প্রত্যাহার করতে হবে। এবং সঠিক অভিমতটি জানিয়ে দিতে হবে।

আমর ইবনে আল আস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে,

> *'তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, 'যখন কোনো বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পর কোনো রায় দেন এবং সেটা যদি সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য দুটো পুরস্কার থাকবে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পর যদি কোনো ভুল রায় দেন, তাহলে তার জন্য থাকবে একটি পুরস্কার।' (মুসলিম)*

কোনো আলেমই ভুলের উর্ধ্বে নন। এজন্য নবী ﷺ ছাড়া আর কাউকে অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। বিশেষ করে যখন জানা যায় যে, যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে তিনি ভুল করেছেন, তখন কোনোভাবেই তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা যাবে না। কাজেই যেকোনো ইস্যুতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামতটিই অনুসরণ করা উচিত। কোনো মাজহাবীয় মতামত কিংবা শায়খের অভিমত যদি কম নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে সেটা ধরে রাখা ঠিক হবে না। তবে যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানের অভাব আছে, সে বিষয়ে আপনি অবশ্যই স্থানীয় কোনো আলেমের অভিমত অনুসরণ করতে পারেন। আমার অভিমতও আমি কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলি না। কেউ যদি মনে করেন, আমি যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করেছি সেগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তাহলে আলোচ্য বিষয়ে আপনাদের আরও গবেষণা করার আমন্ত্রণ রইল।

আল্লাহ আমাদের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থাও দিয়েছেন)। প্রতিটি মানুষের মনে আনন্দ-বিনোদনের স্বভাবজাত ইচ্ছা রয়েছে। মানুষের এ ধরনের ইচ্ছাকে যদি অতিমাত্রায় চেপে ধরা হয়, তাহলে সেটা একসময় প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। আমি দেখেছি, অভিভাবকদের এ ধরনের অতিমাত্রায় দমন ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী করে তোলে। দমিয়ে রাখা বাসনাকে তৃপ্ত করার জন্য তারা বিনোদনের নিকৃষ্টতম উপায় বেছে নেয়। ফলে ধার্মিক পরিবার থেকে আসা অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যেই মাদক, সিগারেট আর পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি চোখে পড়ে।

বর্তমান সময়ে বিনোদন বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা একটি বই কেন দরকার, উপরের আলোচনা থেকে সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ অবস্থানে না-যেয়ে বিনোদন-বিপ্লবকে সামাল দিতে হলে আমাদেরকে বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমাদের ফিত্‌রাহ অর্থাৎ মানুষের সহজাত প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি সহজ ও ভারসম্যপূর্ণ ধর্ম ইসলাম। বিনোদনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবধর্মী এবং সহজে অনুসরণযোগ্য। উপরে আমরা যে-দুটো প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করেছি ইসলাম তার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই কাজটি গ্রহণ করেন। অন্যান্যরা যেন বইটি থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পায়। এবং সেটা থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহর কাছে আমার সবিনয় মিনতি বইটিতে কোনো ভুল থাকলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। বইটি লিখতে পারার জন্য আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে যাঁরা বইটি লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করার জন্য ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স ও বোন উম্মে ইউসুফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটি লেখার ব্যাপারে আমার স্ত্রী ফারজানার সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। বইটিতে যা কিছু ভালো তার সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে। যা কিছু মন্দ তা আমার নিজের দুর্বলতা কিংবা শয়তানের পক্ষ থেকে। একমাত্র আল্লাহই সব দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

নিয়ে পড়াশোনা করা তো অনেক দূরের কথা। কুরআনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ এ ধরনের মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন–

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ-

[ধনসম্পদ] বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা [আল্লাহর স্মরণ থেকে] তোমাদের ভুলিয়ে রাখে, যতক্ষণ-না তোমরা কবরে পৌঁছাও। এটা যে মোটেও ঠিক নয় তা তোমরা জানতে পারবে। এটা যে মোটেও ঠিক নয় তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। তোমরা যদি [সম্পদ জমানোর পরিণতি] নিশ্চিতভাবে জানতে [তাহলে কখনোই এই প্রতিযোগিতায় মত্ত হতে না]। তোমরা অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন দেখতে পাবে; সেদিন তোমরা নিজ চোখে সেটা দেখতে পাবে। [এই পৃথিবীতে তোমরা যেসব] আনন্দে মেতে ছিলে, সেদিন তোমাদের সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে! [সূরা আত-তাকাসুর, ১০২:১-৮]

বিনোদনের ব্যাপারে চরম অবস্থানের আরেক প্রান্তে রয়েছেন ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমেরা। তারা আল্লাহকে ভয় করেন ঠিকই, তবে বিনোদনের মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা না-থাকার কারণে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব বা আলেমকে অন্ধ অনুসরণের ফলে বিনোদনের পুরো ধারণাটাকেই তারা নাকচ করে দেন। যা কিছু খারাপ বা ক্ষতিকর কাজের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো থেকে ফিরে আসা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তবে কিছু কিছু মানুষ বিনোদনের প্রতি এই ঘৃণাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেসব পরিবারের শিশু-কিশোর ও তরুণদের ওপর।

এ ধরনের পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোর ও তরুণদের জন্য বিনোদনের সকল মাধ্যম নিষিদ্ধ। হোক সেটা ঘরে কিংবা বাইরে। তাদের শেখানো হয় মানুষকে যেহেতু আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কাজেই সারাটা ক্ষণ আল্লাহর ইবাদত করে কাটাতে হবে। সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাদের সন্ন্যাসবাদের মতো এটাও মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ একটা অবস্থা। (আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অবশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। তবে

উপরন্তু এগুলোতে কী ধরনের মুভি, গান অথবা গেম চলে সেগুলোর ওপর কোনো নজরদারিও করা হয় না। ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হীনমন্য মুসলিমদের ঘরে এমন চিত্র আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে। আবার কিছু মানুষ আছেন বিনোদনই যাদের ধ্যানজ্ঞান। এসব পরিবারের চিত্রও একই।

বাধহীন বিনোদনের নেতিবাচক প্রভাব চারিদিকে চোখ ঘোরালেই আজ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মিডিয়া আজ মুসলিমদের চিন্তাধারার গতিকে এতটাই পাল্টে দিয়েছে যে, অবিশ্বাসী-কাফেরদের থেকে তাদের আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। মিডিয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে ছেলেমেয়েদের ভাসিয়ে দিলে তার কী প্রভাব পড়ে, সে ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ লিখেছেন,

'ছেলেমেয়েরা কী করছে, কিভাবে বড় হচ্ছে' এসব ব্যাপারে অনেক অভিভাবক একেবারেই নজর দেন না। 'পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা'র এ ধরনের পশ্চিমা দর্শনের সংস্পর্শে এসে মানুষের মধ্যে এক অস্বাভাবিক মানসিকতার জন্ম নিয়েছে। তারা বলেন, ভুল না করলে ছেলেমেয়েদের ভুল বোঝানো যাবে না। পাপ না করলে তাদের পাপ বোঝানো যাবে না। ভুল করে, পাপ করে সে নিজে যখন তার ভুল ধরতে পারবে তখন সে বুঝতে পারবে। অভিভাবকদের কেউ কেউ সন্তানদের ওপর থেকে লাগাম একেবারেই ছেড়ে দেন। তাদের আশঙ্কা, অন্যথা হলে ছেলেমেয়েরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে। তারা বলেন, ওরা যা করে তার মধ্য দিয়েই আমি ওদের ভালোবাসা অর্জন করে নেব। কোনো কোনো বাবা-মা তাদের ছোটবেলায় হয়তো অনেক কড়া অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়েছেন। নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে তারা কখনো এমন করবেন না। তাদের এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও চরম রূপ দেন এই বলে, শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের সময়টাকে ওরা যেভাবে খুশি উপভোগ করুক। বাবা-মা'রা কি ভুলে গেছেন, পুনরুত্থানের দিনে তাদের এসব ছেলেমেয়েরাই তাদের পোশাক টেনে ধরে বলবে, আমাদের তুমি কেন পাপের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলে, বাবা?

বিনোদনের ব্যাপারে অতি উদার দৃষ্টিভঙ্গির এমন মুসলিমরা দিনের অধিকাংশ সময়ই ব্যস্ত থাকেন গান, টিভি, সিনেমা, খেলাধুলা আর ভিডিও গেমস নিয়ে। নতুন নতুন বিনোদন সামগ্রী পেতে তাদের চাই আরও বেশি টাকা। টাকার পেছনে তারা দিনরাত এতই ছোটাছুটি করেন যে, আল্লাহ কিংবা ইসলাম নিয়ে ভাবার সময় হয় না তাদের। ধর্মপালন কিংবা ইসলাম

ভূমিকা

প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা সবই আল্লাহর। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজ জীবনব্যবস্থা উপহার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সালাম ও বারাকাহ বর্ষিত হোক তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ। সালাম ও বারাকাহ বর্ষিত হোক তাঁদের প্রতির যাঁরা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পথ অনুসরণ করেছিলেন।

আধুনিক সমাজের বেশিরভাগ লোকের জীবনের একটা বিশাল অংশ দখল করে আছে বিনোদন। এতটাই যে, অনেকেই মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পীদের দেবতূল্য মনে করে পূজো করেন। শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোতে টিভি, মিউজিক আর মুভি ইন্ডাস্ট্রি তাদের সর্বোচ্চ আয়ের উৎস। আর তাই অনেকেই সঙ্গীত ও অভিনয় শিল্পীদের আক্ষরিক অর্থেই পূজো করেন।

শঙ্কুল এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান প্রতিটা মুসলিমের জানা উচিত। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমার গবেষণা ও লেখালেখির জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

বিনোদনের যে সংস্কৃতি এখন চলছে (যেটা পপ কালচার নামে পরিচিত), তাতে অনেক মুসলিম বাবা-মা'ই তাদের সন্তানদের নিয়ে দোটানায় থাকেন। ছেলেমেয়েদের বিনোদনের অবারিত সুযোগ করে দেবেন, নাকি একেবারেই বন্ধ করে দেবেন। দুটোই চরম অবস্থান এবং ছেলেমেয়েদের জন্য দুটো অবস্থানই নেতিবাচক ফল নিয়ে আসে।

চরম অবস্থানের এক প্রান্তে রয়েছেন এমন একদল অভিভাবক, যারা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে অভিভূত। অন্যদিকে বিনোদনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনগ্রসরতায় হতাশ (আর সত্যি কথা বলতে বিনোদনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই)। আত্মমর্যাদার ঘাটতির কারণে এরা পশ্চিমা বিনোদন-কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় নিজেদের পুরোপুরি এলিয়ে দিয়েছেন। এতটাই যে, আধুনিক মুসলিম পরিবারগুলোতে একাধিক টিভি সেট, ভিডিও গেম খেলার যন্ত্র দেখতে পাওয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনের কিছু মৌলিক মূলনীতি.....১৩

অধ্যায় দুই
বিনোদনের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি.....১৯

অধ্যায় তিন
বিনোদনের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি..... ২৩

অধ্যায় চার
হারাম বিনোদন..... ২৯

অধ্যায় পাঁচ
সুন্নাহ সমর্থিত বিনোদন ৫০

অধ্যায় ছয়
প্রযুক্তি.....৬৩

অধ্যায় সাত
ইসলাম নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ৬৮

অধ্যায় আট
শীর্ষ দশ হালাল বিনোদন.....৭৪

হালাল বিনোদন

মূলঃ আবু মুআবিয়া ইসমাইল কামদার

অনুবাদঃ মাসুদ শরীফ